দোপাটি

ছোটবেলায় আমি খুবই শান্তশিষ্ট ছিলাম। সবাই বলত বোকা, বুদ্দু । কিন্তু আমি বোকামির কিছুই দেখতাম না। কিভাবে বোকামি করছি তাও বুঝতে পারতাম না। একটু বেশিই নীরব, নিজের খেয়ালে ডুবে থাকতাম। আর কল্পনা করতে ভালবাসতাম। সারাদিন কারও সাথে একটি কথাও না বলে কাটাতাম, এমনটাও হয়েছে।

যখন স্কুলে ভর্তি হলাম, অন্য সব বাচ্চাদের থেকে আমি অনেক পিছিয়ে থাকতাম। ক্লাসে পড়া বুঝতে সমস্যা হত। ক্লাসে পিছনের সারিতে বসতাম আর হা করে তাকিয়ে থাকতাম। আমার মা এটা নিয়ে খুবই চিন্তিত ছিলেন। পরীক্ষার রেজাল্ট দেওয়ার পর দেখা গেল আমিই সবচেয়ে কম নম্বর পেয়েছি। হাতের লিখা যাচ্ছে তাই, পড়া যায় না। এভাবে এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসে উঠলাম। পড়াশোনার কোনও উন্নতি হচ্ছে না। বাবা মায়ের মুখে হাসি তো দূরের কথা, তারা আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বাভাবিক ভাবে চিন্তাও করতে পারছিলেন না।

সে সময় ক্লাসে প্রথম হত একটা মেয়ে। তার নামটা ভারি মিষ্টি- 'দোপাটি'। দোপাটি সুন্দর করে চুলের দুদিকে বেণী করত। খাতায় যখন নিচু হয়ে লিখত, বেণী দুটি মুখের দু পাশে পড়ে থাকত। ভারি সুন্দর লাগত। ক্লাসের সব পড়া ও পারত। পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশী নম্বর পেত। হাতের লিখা গুলো ছিল বড়দের লিখার মত। এত সুন্দর যে ভুলার মত নয়।

আমার মা যখন প্রতিদিন রুটিন মাফিক পড়া পারি না বলে মারতেন, তখন দোপাটির সাথে তুলনা দিয়ে বলতেন - ও একটি মেয়ে হয়ে ক্লাসের সবচেয়ে বেশী নম্বর পায়, আর তুই। ইত্যাদি ইত্যাদি, আরও ভদ্র- অভদ্র , অকথ্য ভাষায় গালাগাল। আমার খুব খারাপ লাগত। একদিন মারের ডোজটা একটু বেশীই হয়ে গিয়েছিল। মার খেয়ে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। ঐ দিন রাতে দোপাটিকে নিয়ে আমি আশ্চর্য এক স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নটি এখনও আমি ভুলতে পারিনি। যাই হোক , পরদিন ক্লাসে গিয়ে আমি যথারীতি পিছনের বেঞ্চে বসেছি। আর দোপাটিকে শুধু দেখছিলাম। সারাটা দিন শুধু তার কথাই মনে হছিল। জানি না হঠাৎ করে আমার কি হল। প্রতিটা মুহূর্ত ঐ মেয়েটার ছবিই শুধু চোখের সামনে ভাসছে। তারপর ধীরে ধীরে আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন খেয়াল করলাম। পড়াশোনার প্রতি একটা আগ্রহ কাজ করছে। আমার পড়তে ভাল লাগছে । আমার এ পরিবর্তন দেখে সবাই খানিকটা অবাক।

ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট দিলে দেখা গেল আমি ২য় স্থান লাভ করেছি। দোপাটি প্রথম।

তারপর হঠৎ একদিন শুনলাম দোপাটি চলে যাবে দূরের কোনও এক শহরে। তার বাবা বদলি হওয়ায় পরিবারের সবাই চলে যাবে। ঐ দিন সারাক্ষণ আমি কেঁদেছিলাম । আর রাতে ঐ স্বপ্নটা ফিরে ফিরে আসছিল। এভাবেই দোপাটি আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেল।

তারপর এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসে উঠেছি। প্রথম স্থানও অর্জন করেছি। সব সময় মনে হত দ্বিতীয় হব। প্রথম স্থানটি থাকবে শুধু দোপাটির জন্যে। একটা দীর্ঘ শ্বাস । দোপাটি আর কখনও ফিরে আসেনি।

কলেজে উঠলাম, ভার্সিটিতে ভর্তি হলাম। ক্লাসের প্রতিটা মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকি, আর খুঁজি আমার দোপাটিকে। কিন্তু দোপাটিকে আর খুঁজে পাইনি।

ঐ স্বপ্নটা এখন আরও বেশী করে দেখি, আর ঐ মায়া ভরা মুখের চাহনি। তোমায় কখনও ভুলতে পারব না। দোপাটি তুমি যেখানেই থাক,ভাল থেকো ।